R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে কার্তিক বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে থমথমে আবহাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর প্রতিনিধির নাম জমা দেওয়া, স্ক্রুটীনী ও নাম প্রত্যাহারের দিন শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রথম পর্যায় শেষ। শুরু উত্তেজনার মুহূর্ত। প্রতিযোগিতার ছবি এখন পরিষ্কার। কংগ্রেসের মহঃ সোহরাব, বামফ্রন্টের জয়নাল আবেদিন, এস ইউ সি আই এর আবদুস সঈদ, বি জে পির ডঃ ধনঞ্জয় দাস, মুসলীম লীগের বিশ্বাস সামায়ুন সেখ এবং নির্দলীয় মোসারফ হোসেনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। প্রথম তিনজন প্রার্থী আগের নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মহঃ সোহরাবকে ১৪৭৩৯ ভোটে হারিয়ে বামফ্রন্টের প্রার্থী জয়নাল আবেদিন জয়ী হন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট যথাক্রমে ২,৮৩,৯৭৮ এবং ২,৬৯,২৩৯ ছিল। বি জে পি মাত্র ১৬১০৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় এবং এস ইউ সি ৮৪৮৬ ভোটে চতুর্থ স্থান পায়। মোট ভোট পড়ে ৫,৯৮,৪৭৮। এ বছর ভোটার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মোট ভোটারের সংখ্যা ৯,৩১,৪৯৫ ; যার মধ্যে ১৮ থেকে ২১ বছরের তরুণ, যাঁরা নতুন ভোটাধিকার পেলেন তাঁদের সংখ্যা ২৫,৬৫২ জন। এই বিপুল সংখ্যা কোনদিকে টলবে বলা কঠিন। সে কারণে এঁরাই ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তুলাদণ্ডের হেরফের ঘটাতে পারে। (৫ম পৃষ্ঠায়)

দেশকে বাঁচাতে জনগণের শত্রু কংগ্রেসকে সরিয়ে নতুন সরকার গড়ুন : জ্যোতি বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৪ নভেম্বর বেলা ১১-২০ মিঃ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হেলিকপ্টারযোগে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্কে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানে অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলি, জঙ্গিপুরের প্রাক্তন আর এস পি বিধায়ক আবদুল হক ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন বিধায়ক ছায়া ঘোষ সি পি এমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ এবং প্রার্থী জয়নাল আবেদীন বক্তা হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন—রাজীব সরকার গত পাঁচ বছরে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেননি। এই সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের হিন্দি ভাষাভাষি অঞ্চলেও আজ হাওয়া উঠেছে এই সরকারকে হটিয়ে নতুন সরকার গড়ার। তারই ফলে গড়ে উঠেছে জাতীয় মোর্চা। তিনি আবেদন জানান নতুন সরকার গঠন করে দেশের ও জাতির শত্রু কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশকে রক্ষা করুন। জনগণের চেতনার পরিচয় দিন। তিনি বলেন, সমগ্র দেশের, পঃ বঙ্গের অগ্রগতির জন্য আমরা কাজ করছি। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস দল চান না যে আমাদের চেষ্টা (৫ম পৃষ্ঠায়)

সব দলেরই নির্বাচনী প্রচার জোরকদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব দলই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন। মহকুমার সর্বত্র নির্বাচনী প্রচার সভায় দলীয় নেতাদের আগমন হচ্ছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। দেওয়াল লিখনে শহরের প্রায় সব দেওয়ালই তাদের দখলে চলে যায়। তার উপর সি পি এমের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

গ্রামে প্রচারে সি পি এম বাধা পেলো

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সি পি এমের শক্ত ঘাঁটি নতুনগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে স্থানীয় সিটু নেতা বালক মুখার্জী বাম সমর্থকদের কাছেই বাধা পান। গ্রামবাসীদের দাবী ন্যূনতম চাহিদা বিদ্যুৎ আজও তাঁদের গ্রামে আসেনি। এই দাবীকে কেন্দ্র করে তাঁরা সি পি এমের ডাকা নির্বাচনী সভা বয়কট করেন। জটিলতা দূর করতে শেষ পর্যন্ত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যও ব্যর্থ হন। এই ঘটনার পর সি পি এম গ্রামে গ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে বি জে পি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণে নেমেছেন। পারিশ্রমিক দিয়ে গ্রামের লোককে দেওয়াল লিখনে নামিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে বিভীষিকা সৃষ্টি করে বি জে পি ও কংগ্রেসের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তথাপি বি জে পি সমর্থক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা যায়। ধীরে ধীরে বি জে পি সি পি এমের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে।

শিশু দিবসে শিশুরা নিরাশ হলো

রঘুনাথগঞ্জ : ১৪ নভেম্বর চাচা নেহরুর জন্মদিবস সারা ভারতে শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়। এই দিনেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কপ্টার যোগে এলেন স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী পার্কে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে। জ্যোতি বসুকে দেখতে লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে বেশ কিছু শিশুও উপস্থিত ছিল। তারা চাইলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতে, তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর চারিদিকে ব্যারিকেড রচনাকারী ক্যাডাররা তাদের কথা বুঝলো না, সরিয়ে দিলো তাদের। ধাক্কায় আহত হলো কেউ কেউ। শিশু দিবসে শিশুরা নিরাশ হলো, তাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার ইচ্ছা সফল হলো না।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৬ সাল

'সিঁদুরে' মেঘ

'ঘরপোড়া' গরু 'সিঁদুরে' মেঘ দেখিয়া ভয় পায়। তাহার মনে হয় বুঝি উহা অগ্নিশিখা এবং সেইজন্য সে তাহার প্রকৃতিস্থ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

বস্তুত আমরাও সেই পর্যায়ে পড়িয়াছি। একদিকে রামশিলা পূজা ও রামমন্দির স্থাপন, অন্যদিকে বাবরি মসজিদ—এই দুই জিগির আজ সকলকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। রামশিলা পূজা বা রামমন্দিরের শিলান্যাস হইয়া গেল। জমায়েত মানুষ যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছেন। তবে পরবর্তী অবস্থায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সাহেব যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা রাজনীতির ভূমিকা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাইয়া ভোটে কোন্ দলকে সমর্থন করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি সাহেব ধর্মীয় নেতা হিসাবে যথেষ্ট মান্য। ঈদ-উল-ফিতর উৎসব তদ্‌দৃষ্ট চন্দ্র অনুযায়ী অগণিত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম উদযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নির্দ্দেশ যে মান্য করা হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি রাজনীতির ভূমিকায় যতটুকু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা না করিলেই পারিতেন। কেন না, তাঁহার নির্দ্দেশের মর্যাদা বহু মুসলমান ভাই দিতে পারিবেন না। দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বহু মুসলমান প্রত্যক্ষ কর্মী, প্রত্যক্ষ সমর্থক ও পরোক্ষ সমর্থক আছেন। তাঁহাদের অনেকেই দলীয় মনোনয়ন পাইয়াছেন এবং স্ব স্ব প্রভাব অপরাপর মুসলিম ভোটারের উপর খাটাইয়া ভোট পাইতে সচেষ্ট হইবেন নিঃসন্দেহে। সেক্ষেত্রে শাহী ইমাম সাহেবের নির্দেশকে মান্য করা অবশ্যই হইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাতীয় ফ্রন্টকে সমর্থন করিবার জন্য শাহী ইমাম সাহেব যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, তাহার ভিত্তিতে মুসলিম লীগ বিধায়ক এ কে এম হাসানুজ্জামান স্পষ্টতই 'না' করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে দেশে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিঘ্নিত হইবে।

অপরদিকে দেখা যায় যে, রামশিলা পূজা হইল, শিলান্যাস হইল। কিন্তু কোন হিন্দু-ধর্মীয় নেতা ভোটের ব্যাপারে জনগণকে কোন নির্দেশ দেন নাই। কোন বিশপ বা ফাদার খৃষ্টান সম্প্রদায়কে কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। ধর্মীয় নেতা ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে নির্দেশাদি দিলে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইলে তাহা সত্যই দুঃখের এবং ভাবনার।

আমরা আশা করিব, ভোটার সাধারণ সকলেই যেন সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করিয়া আসন্ন নির্বাচনে আপন আপন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রার্থী নির্বাচন করেন। মুসলিম লীগ বিধায়ক এ কে এম হাসানুজ্জামান সাহেবকে তাঁহার সময়োচিত মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ন'দিনের নবাব

অনুপ ঘোষাল

ভোটের দামামা বেজে গেছে। আট-দশ দিন বাদেই মহা মান্য জনগণ তাঁদের মহামূল্য মতামত ব্যালট-বাক্সে ঠেসে দেবেন। অতঃপর নির্দ্ধারিত হবে, আগামী পাঁচ বছরের জন্য কে হবেন রাজা। ব্যালট-যুদ্ধের বিস্তর হুজ্জোতের পর গদি আঁকড়ে যিনিই সেলাম কুড়োন, তার আগের এই কটাদিনে সারাটা জীবন 'ফালতু পার্টি' হিসেবে গুলজার করা লখা বাগদি আর হালিম সেখ বিলকুল শাহেন শা, কেউ রুখতে পারবেন না।

যে গাঁয়ের নাম শুনলে বাবুরা নাক সিঁটকোন—গ্রীষ্মে কাঠ-পুকুর তেষ্টার জল মেলে না, বর্ষায় কাদাবন্দী, শীতে হা হা ধুলোর রুখু বাতাস আর বসন্তে হু হু মন, রোমাঞ্চে নয় আতঙ্কে—সামনের বছর কী আনবে, খরা না বন্যা; যে গাঁয়ে সারা বছর একটাও মোটর-গাড়ীর শব্দ পাওয়া যায় না, সেখানে দিনে তিনখানা জিপ চক্কর দিচ্ছে ধুলোর ঝড় তুলে। ন্যাংটো ছেলের পাল আদেখলার মত দুহাত তুলে চেঁচাচ্ছে, রোককে, রোককে! আহা, বাছাদের পাছায় ইজের নেই, শহর থেকে আমদানি করা চাট্টিখানি সুখ ওদের দিয়ে যাও গো ভোটঅলারা!

লখা বাগদি থ মেরে গেছে। বিলকুল বাবুপানা এক মানুষ, যাকে বলে কিনা ভদ্দরলোক, তিনি গাড়ি থেকে নেমে ওকে নমস্কার করলেন। হেই ভগবান, কী বে-আক্কেলে কথা গো, সে তো চাষাভুষো মানুষ, সারা জীবন পেন্নাম ঠুকতে ঠুকতে কপালে কড়া পড়ে গেছে তাকে কিনা হাত-জোড়? লখা—ছি ছি, এ কী করেন, বলতে না বলতেই বাবু বললেন, না হে, তোমরাই আমাদের মরণ-বাঁচনের আসলি মালিক। তোমরা রেখেছ বলেই না আমরা আছি।

ছিঃ ছিঃ বাবু আসেন বসেন, চা খান।

হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বসবই। বসতে বললেও বসব, না বললেও জবরদস্তি বসব। বহুদিন হিল্লিদিল্লীর কাজে ফেঁসে ছিলুম, আসা হয়নি। কিছু মনে করনি তো ভাই সব?

— এজ্ঞে না না। পাঁচ বছরেও যে একবার পায়ের টাউনি ধুলো গাঁয়ে ঝাড়েন, এতেই আমরা কেতার্থি! তা বাবু, এবার জিতলে কী কী দিবেন?

বাবু সাগরেদদের দিকে বাঁকা নজর তুলে একটু কেশে গলা সাফ করলেন, বললেন, কী চাই তোমাদের?

লখা পাড়ার মোড়ল। আরো কজন জুটেছে পেছনে, একজন বললে, বলেন জ্যাঠা, সব খোলসা করে বলেন।

লখা: একটা টিউকল বাবু, খরায় বুক ফেটে যায়।

বাবু: হবে।

লখা: একটু মোরামের রাস্তা স্যার, বর্ষায় কাদায় ডুবে থাকি।

বাবু: নিশ্চয় হবে।

লখা: অনেক গাঁয়েই তো বিজলী আছে···

বাবু: আরে বাবা, হবে হবে।

লখা: চিঠি আসতে মেলা দিন লাগে, একটা ডাকঘর···

বাবু: হবেই হবে।

লখা: গাঁয়ে একটা ডাক্তারখানা।

বাবু: হেলথ-সেণ্টার বল। আলবাৎ হবে।

লখা: চারদিকে চেয়ে সবাইকে শুধোলে, আর কিছু নাই? সব কি মনে থাকে ছাই, বলনা তোরা!

হালিম সেখটা বেজায় বেকুব, আচমকা বলে ফেললে, এজ্ঞে বাবুরা, প্যাটে বড় খিদ্যা!

বাবু চুলুচুলু চোখ করে বললেন, হবে।

অ্যাঁ! পেটে খিদে, তাও হবে? কোন রেহাই নেই? সাকরেদরা ক্যাণ্ডিডেটদাকে চোখ টিপলে। বাবু চমকে উঠে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে। রিলিফের ব্যবস্থা হবে।

একই সংলাপের নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেল ছ-ছবার। ছ'জন ক্যাণ্ডিডেট। কেউই আর না বলেন না। সব হ্যাঁ। ছ-ছজন চকচকে বাবু কথা দিয়ে গেলেন; হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তিন ছয় আঠেরো হ্যাঁ।

তা হলে আর ভাবনা কিসের! অমন ভদ্দরলোকদের দল যখন গরীবগুর্বোদের বাড়ি ঠেঙিয়ে বলে গেল, দেব দেব দেব; তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও সব।

বাবুরা প্রতিশ্রুতির ঝুলি উপুড় করে মিহি হেসে শুধোলেন, ভোটটা কাকে দিবি রে?

হাসির জবাব হাসি। হেঁ হেঁ করে গেঁয়ো মানুষগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে, ঘাড় নাড়ানাড়িও হল বিস্তর। ছ-জনই খুশি হয়ে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটিয়ে (পর পৃষ্ঠায়)

কাকে ভোট দেবো কেনই বা দেবো ?

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্যায়ে লেখার শেষ অংশের উপর জোর দিয়ে আবার বলছি ভোটের পবিত্র অধিকার প্রয়োগে প্রয়োজনে একাই পথ প্রদর্শক হতে হবে, বহুর মধ্যে সেই দৃঢ় মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে। সে কারণেই চিন্তা করতে হবে আজকের ভারতে কোন্ কোন্ শক্তিগুলি বিভেদ ও অসংহতির সৃষ্টি করছে। কারা বা কোন দলগুলি 'সিংহ চর্মাবৃত' হয়ে নিজের স্বরূপ আবরিত করে রাখছে। বিভেদ ও অসংহতি সৃষ্টি করতে তৎপর অবস্থাগুলি হলো—ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস, ভাষা, আঞ্চলিকতা, দলাদলি, ক্ষমতার লড়াই এবং শ্রেণী সংগ্রামের নামে ভুল পথ অবলম্বন। সমাজ ও ব্যষ্টি জীবনকে উন্নত করতে প্রয়োজন ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতাবাদ—নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। কিন্তু এ সমস্ত নিয়ে বহুকাল ধরে লড়াই চালিয়েও তা রোধ করা যাচ্ছে না। একবিংশ শতকের বিজ্ঞানের আলোকিত যুগের দুয়ারে দাঁড়িয়েও আবার সেই অশুভ শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে এদেশে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে চলেছে। কেন এমন ঘটছে? এ বিষয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে বা ক্ষমতা দখল করতেই রাজনৈতিক দলগুলি ঐ সব কুৎসিৎ মানসিকতাকে জনগণেশের মনে জাগিয়ে তুলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য নষ্ট করতে চায় বলেই অশুভ শক্তিগুলি বিনষ্ট হয় না। মুখে ওই সব দলের নেতৃত্ব যতই দেশের সংহতি ও ঐক্য নিয়ে বাক্‌চাতুরীর জাল বিস্তার করুন না কেন তাঁরা জানেন সংহতি, ঐক্যের জাগরণ হলেই সংখ্যাগুরু জনগণ বুঝতে পারবেন কি ভাবে তাঁরা বঞ্চিত ও প্রতারিত হচ্ছেন। তখনই গণ বিপ্লবের ভয়ঙ্করী স্রোতের ধাক্কায় ওই সব ভুয়া ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব ভেসে যাবে। শ্রেণী সংগ্রামের পথে সমাজের জাগরণ করাতে হবে, শ্রেণী সংগ্রামের ভুল পথ নয়। ভুল পথে এই সংগ্রাম পরিচালিত হলে বিপ্লব সার্বিক হবে না এবং তার দ্বারা সমাজের সঠিক উত্তরণও সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রামকে জোরদার করতে বাড়াতে হবে শ্রেণী চেতনা। কিন্তু বর্তমানে সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। বাড়ছে শ্রেণীর স্বার্থ চেতনা, যার ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যক্তি-স্বার্থ-চেতনা। তারই ফলে কলকারখানায় গড়ে উঠছে বিভিন্ন মতবাদী শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভোগবাদী চেতনাকে উসকিয়ে দিয়ে এক শ্রেণীর নেতা শ্রমিকে শ্রমিকে সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আবার এদের মধ্যেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ধর্ম, ভাষা, ইত্যাদির বেড়াজালে লড়াই লাগিয়ে শ্রমিক শক্তিকে দুর্বল করে নিজেদের স্বার্থের মুনাফা লুটতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মাধ্যমে সত্য সত্যই যদি শ্রমিক কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, ধনীক শ্রেণীর কব্জায়ত্ত শাসন রজ্জু তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হয়, তবে শুধু রাজীব সরকারের পতন ঘটালেই হবে না, শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সত্যকারের চেতনা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

তা না হলে ধনীক শ্রেণী কোন এক সুযোগে ফ্যাসিজিম বা ডিক্টেটারশিপ ব্যবস্থাকে শাসন ক্ষমতায় এনে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। যার পদধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসকদলের পদচারণায়। অনেকে এ সত্যের সাথে একমত হবেন না। তাঁরা বলবেন দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন যখন এখনও হচ্ছে তখন উল্লেখিত ভীতি অমূলক ও অতিরঞ্জিত। কিন্তু একথা সঠিক নয়! এ অনুভূতি রাজনীতি সম্বন্ধে অসচেতনার লক্ষণ। বর্তমানে যে যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চলছে, মার্ক্সবাদী দলগুলি ছাড়া কেউই শপথ করে বলতে পারে না তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামকে জোরদার করে দেশে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ চাইছেন। তাহলে পথ কোথায়? পথ হচ্ছে রাজনৈতিক দল নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতন মানুষকেই এগিয়ে এসে তাঁদের সৎবুদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদের সৎচেতনা বোধ বাড়িয়ে তুলতে হবে। সভা সমিতি করে নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কানে কানে নিঃশব্দে জাগরণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। এই দায়িত্ব নিয়েই বর্তমান নির্বাচনের সুযোগে সৎ নিষ্ঠাবান শুধু নয় শ্রেণী সচেতন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার চেষ্টা চালাতে হবে। সেখানে মোহগ্রস্ত হয়ে চিন্তা করলে চলবে না, ব্যক্তিটি কার ছেলে, কার নাতি, কোথাকার রাজা বা কোন ধর্মের রক্ষক বা সেবক। দেখতে হবে তিনি সত্যকারের জনসেবক কি না, বা যে রাজনৈতিক দলের তিনি প্রতিনিধি তাদের মাধ্যমে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের সত্যকারের কোন উপকার হবে কি না? এ সব চিন্তা করেই ভোটবাক্সে আপনার আমার মতামত প্রয়োগ করতে হবে।

ন'দিনের নবাব

(২য় পাতার পর)

দিলেন ভিন্ গাঁয়ে সাগরেদ লিষ্টিতে টিক্ দিয়ে রাখলে, অমুকপুর কভারড। রেজাল্ট পজিটিভ।

সাংবাদিক ছ জনকে শুধোলেন, কেমন বুঝছেন? দারুণ, চমৎকার, কামাল, ফাইন, সিওর, এক্সেলেন্ট! কত ভোট পাচ্ছেন? ছ জনই কম বেশী তিন লাখের হিসেব ধরিয়ে দিলেন। সাংবাদিক ফোড়ন কাটলেন, মোট ভোট কিন্তু লাখ সাত আটেক, বাকি দশ লাখ?

অ্যাঁ, তাই তো! ফের গাড়ি ছোটাও। কভারড এরিয়া রিপিট কর। অর জ্যাদা গাড়ি লাও, রূপেয়া লাও!

লখারা আহ্লাদে আটখান। এবার কিছু নগদ প্রাপ্তিও ঘটল। ভোটের দিনের খরচা। ছ পার্টির কাছেই হিসেব মিটিয়ে নিলে। আহা ফি-মাসে এমন ভোট যদি হত মা তারা! নিজেকে বেশ নবাব নবাব লাগছে।

গত ভোটে বেলা প্রায় তিনটে বাজে। লখার ভোট দেওয়ার নাম নেই, খালি মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে, আর ফিরি বিড়ি ফুঁকছে। টাউন থেকে আসা সাহেবেরা বললেন, কি গো মুরুব্বি, ভোটটা দাও, সময় যে যায়! লখা ঠোঁট টিপে হেসে জবাব দিলে, ভোট দিয়ে ফেললেই তো ফের ফেক্‌লু পার্টি, দামটা ফুরোই ক্যানে? আটটু দেখি!

শেষ ব্যালট ঢুকে গেল বাক্সে! সিল্ হচ্ছে। লখার আঙ্গুলে রঙ নেই। সবাই শুধোলে, এত তদ্বির করে নিজের ভোটটাই দিতে ভুলে গেলে?

লখা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে জবাব দিলে, সব বো'য়ের ভাই-ই সমান, কাকে দিই!

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

জঙ্গিপুর: গত ১৩ নভেম্বর স্থানীয় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ষ্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে ব্যাঙ্ক কর্মীদের এক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য মঞ্চায়ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার প্রণব রায় ও স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রীরঞ্জন নাথ। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের আন্তঃ খেলাধুলার পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীনাথ। সর্ব ভারতীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক সেমিনারে ২য় ও সারা রাজ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক সেমিনারে ১ম স্থান অধিকারী সম্রাট মুখোপাধ্যায়কে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা ও পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কুণাল দে। তিনি স্থানীয় শিল্পী কিঙ্কর মণ্ডলের পাতার বাঁশি উপস্থিত ব্যক্তিদের শোনাবার ব্যবস্থাও করেন। শ্রোতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করে ব্যাঙ্ক কর্মীরা যাতে এ রকম অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যে করেন তার আবেদন জানান।

সরকারী জায়গা জবর দখলী নিয়ে মারামারি

নবারুণ পয়েন্ট: সম্প্রতি ফরাক্কা এন টি পি সি মোড়ে রেলের খাস জায়গা জবর দখল নিয়ে সেখানে দোকান বসাতে গিয়ে দু'দল গোয়ালের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয়। গণ্ডগোলে ৪ জন আহত হয়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এই নিয়ে অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দেয়।

প্রচার জোর কদমে

(১ম পাতার পর)

সব রকম প্রচার যন্ত্রকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। গণতান্ত্রিক লেখক সমিতি, কোঅর্ডিনেশন কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমূহের কোঅর্ডিনেশন কমিটি, মহিলা সমিতি, গণনাট্য সংঘের শাখাগুলি একযোগে প্রচারে নামায় তাঁদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার এখন তুঙ্গে। শহর গ্রামের পথে পথে কবির লড়াই, পথ নাটিকা, প্রদর্শিত হচ্ছে। তারসঙ্গে ষ্ট্রীট কর্ণার মিটিং আর ঘরে ঘরে ভোটারদের সাথে মেলামেশা এ সবই চলেছে। সে তুলনায় কংগ্রেসের প্রচার বেশ স্তিমিত। আজও শহরে একটা বড় মিছিল বা জনসভা চোখে পড়েনি। গত ৮ নভেম্বর ধুলিয়ানে রতনপুর ষ্টেশন মোড়ে একটি জনসভা সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হাজা হাসান আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন রেজা, প্রার্থী মহঃ সোহরাব, মহকুমা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সামশুল হক, অরবিন্দ চৌধুরী, যুব নেতা অমিত তেওয়ারী প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যে সুর ফুটে উঠে—সোনার বাংলা গড়ার জন্যই কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাবকে জয়ী করতে হবে। চোর, গুণ্ডা, সমাজ বিরোধী নিয়েই সি পি এম। সি পি এমের নেতারা কি বড়, কি ছোট বিভিন্ন উপায়ে জোরজুলুম করে হাজার হাজার টাকা পকেটে পুরে বড়লোক হচ্ছে। গাড়ী বাড়ী সম্পত্তি করে ফেঁপে ফুলে উঠেছে। গরীব মানুষের জমি দখল করে পার্টি অফিস বানাচ্ছে। তাদের বারো বছর রাজত্বকালে গরীব কিংবা শ্রমিকের জন্য কোন আন্দোলন হয়নি। শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের ডাণ্ডাবাজি হয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে দলবাজী করে শিক্ষাকে ডকে তুলেছে তারা। সমস্ত বক্তা বলেন, সি পি এম মুখে বি জে পির বিরুদ্ধে কথা বললেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বি জে পির সঙ্গে কৌশলে হাত মিলিয়েছে। গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন অত্যাচার ও খুন রাহাজানি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। অতএব খুনি অত্যাচারী সি পি এমকে আর একটিও ভোট নয়। ঐ দিন ৮ নভেম্বর বি জে পি ধুলিয়ান সি জে প্যাটেল মোড়ে এক জনসভায় তাঁদের প্রার্থী ডঃ ধনঞ্জয় দাসকে জয়ী করার আহ্বান জানান। সভায় স্থানীয় বি জে পি নেতা ষষ্ঠী ঘোষ ও গোপাল দাস বলেন—বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে গরীবের উপকারে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রেণী বিদ্বেষ, হিংসা ও খুন হচ্ছে তাদের আদর্শ। গোপাল দাস আরোও বলেন, কংগ্রেসের তুলনায় সি পি এম আরোও জঘন্য। এক কথায় সি পি এমকে বলা যায় সমাজ-বিরোধী মস্তানের দল। তাদের রাজত্বে খুন ও রাহাজানি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পঞ্চায়েত-গুলি দখল করে তারা টাকা তছনছ করেছে। পার্টির ক্ষুদে নেতারাও অনেক বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক বনেছে। কিন্তু বি জে পি রুটী, স্বাধীনতা ও কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে গান্ধীবাদী সমাজবাদ নীতি গ্রহণ করেছে। প্রতি হাতে কাজ ও প্রতি মাঠে চাষের জল যোগান এই মূলনীতি গ্রহণ করেছে বি জে পি। তাঁরা মনে করেন শান্তি-পূর্ণ রামশিলা পূজার বিরোধীতা করে সি পি এম ও কংগ্রেস হিন্দুর ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতা জাগিয়ে তুলতে চাইছে। তাঁরা বলেন ডঃ দাস নির্বাচিত হলে জনকল্যাণ সাধন ও এই মহকুমার পুরাতন সমস্যা গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে আত্মনিয়োগ করবেন। গত ৯ নভেম্বর ফরাক্কায় নেতাজী ময়দানে সি পি এম এক নির্বাচনী সভা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মধু বাগ, দীপেন ঘোষ, নেজামুদ্দিন, ফরাক্কার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ এবং প্রার্থী জয়নাল আবেদিন।

১২ নভেম্বর সামসেরগঞ্জ বিডিও মাঠে সি পি এমের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চিত্তব্রত মজুমদার। শ্রীমজুমদার তার বক্তব্যে বলেন—সারাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কাছে কংগ্রেস আঁতাত করেছে। তারা যে কোন সম্প্রদায়ের ভোট আদায়ের জন্য দাঙ্গা লাগাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কৃষি সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক মুর্শিদাবাদ জেলার চাষীভাইদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছেন যে :

১) এ জেলায় অতিরিক্ত সরিষা মিনিকিট বিতরণের কাজ চলছে।

২) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ভরতুকি বাদে কেজি প্রতি টা: ৩-৫০ (তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মূল্যে সংশিত (সার্টিফায়েড) মানের গম বীজ স্থানীয় সমবায় কৃষি বিপণনের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) জেলার বিভিন্ন সরকারী কৃষি খামারে বিভিন্ন জাতের উন্নত মানের সরিষা ও ধান বীজ বিক্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পভুক্ত ব্লকগুলির চাষীভায়েরা সংশিত (সার্টিফায়েড) ধানের বীজ ভরতুকি বাদে কেজি প্রতি টা: ৩-৫০ (তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মূল্যে ক্রয় করতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য নিজ নিজ এলাকার কৃষি উন্নয়ন/কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বা কৃষি প্রযুক্তি সহায়কের সাথে যোগাযোগ করুন।

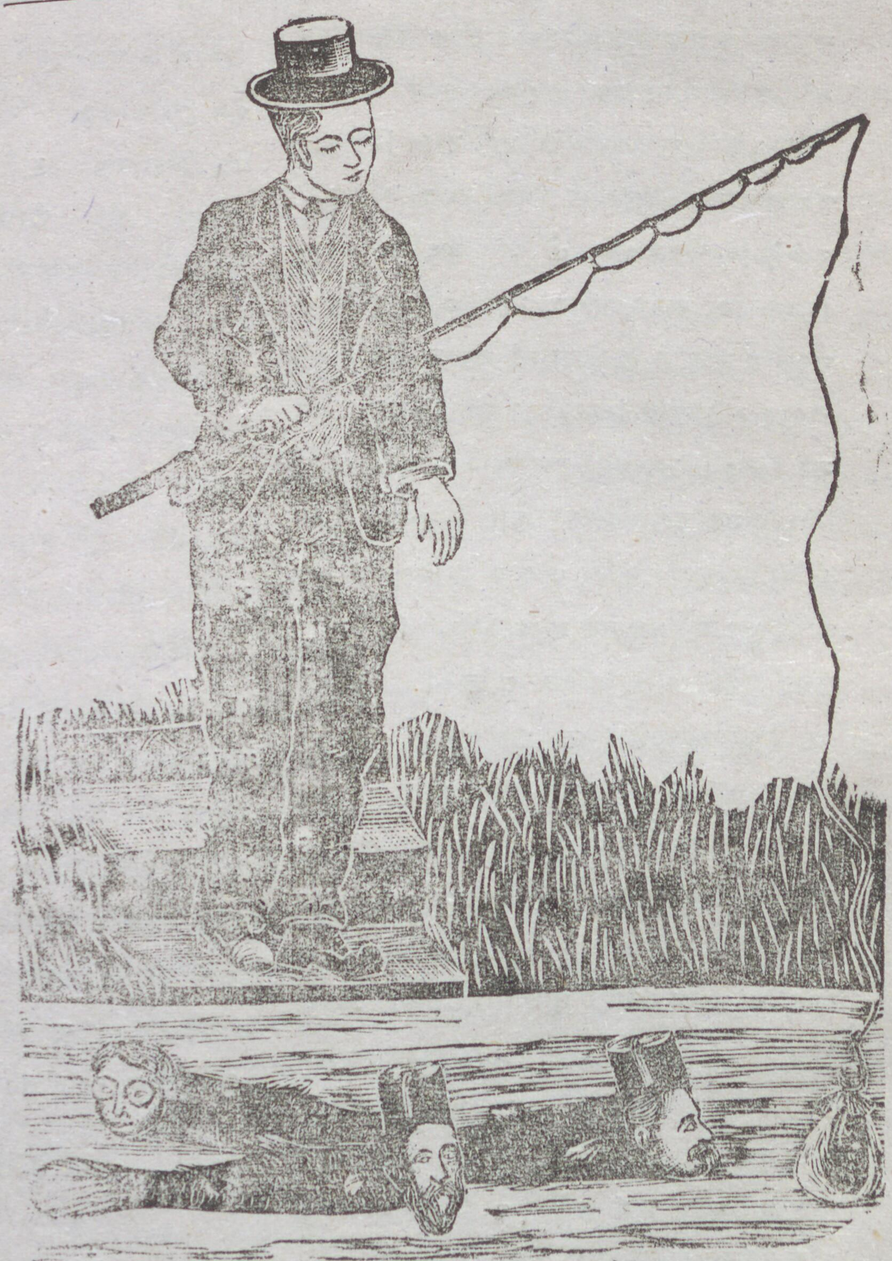

রাজনীতির ঘোলা জলে, সাম্প্রদায়িক জাগর তুলে
বঁড়শিতে টোপটি গেঁথে, ব্যস্ত সবাই মাছ ধরতে।

ধুলিয়ানে শ্রীরামশিলা পূজন

ধুলিয়ান : গত ৪ ও ৫ নভেম্বর স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে দুদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শ্রীরামশিলা পূজা ও শ্রীরাম মহাযজ্ঞ বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় সঙ্গীত, ভজন, সভা, নাম সংকীর্ত্তন, সংঘের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তি ও গান প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়। ৫ নভেম্বর বিকালে ধর্মীয় সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ভক্তিজীবন জনার্দন মহারাজ, প্রভাত সিংহ রায়, উত্তমকুমার দাস ও চিত্ত মুখার্জী। চিত্ত মুখার্জীর যুক্তিপূর্ণ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সন্তোষ লাভ করেন।

দেশকে বাঁচাতে

(১ম পাতার পর)

সফল হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চান না। তাই কেন্দ্রে দরকার বন্ধু সরকার। হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস্ ১২ বছর ধরে আমরা শুধু চেয়ে গিয়েছি, টাকা বা মঞ্জুরী পাইনি। হঠাৎ রাজীব গান্ধী শিলান্যাস করে গেলেন। নির্বাচনের আগে এরূপ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এরা দেয়, শিলান্যাস করে। অরঙ্গাবাদে বিড়ি মজদুর হাসপাতালের শিলান্যাসও তেমনি একটি কাজ। কংগ্রেস সরকার জিনিস পত্রের দাম, এমন কি রেশনের জিনিসের দাম বাড়ান। আমাদের এই রাজ্যে ২১ হাজার রেশনের দোকান আছে কিন্তু উপযুক্ত জিনিস মেলে না। গঙ্গার ভাঙ্গনের প্রসঙ্গে শ্রীবসু বলেন—মালদা ও মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলো প্রতি বছরই ভেঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। কেন্দ্রকে ভাঙ্গন রোধের জন্য বলেছিলাম, টাকা পাইনি। কংগ্রেসী প্রতিনিধিরাও উন্নয়নের জন্য দিল্লিতে কিছু বলেন না। জনতা সরকার ছিল দিল্লিতে বলে এন-টি-পি-সির মঞ্জুরী পাই। কংগ্রেসীরা মুখে বলেন আর আমরা কাজ করে দেখাই। আমরা ৫ বছরে বক্রেশ্বর গড়বো, ৮৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হবে। ৯০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। জঙ্গিপুরের রাজমিস্ত্রিরা ভাল কাজ করেন। এরাই বক্রেশ্বরে কাজ করছেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও মুসলিম লীগের সমালোচনা করে কড়া ভাষায় বলেন—আমরা ধর্মের উপর আঘাত চাই না। কিন্তু এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মে আঘাত করলে তা তো চোখ বুঁজে দেখতে পারি না, তাই বাধা দিতে হয়ই। তাই ইঁট পূজোয় বাধা দিইনি। শুধু তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করেছি গোলমাল রুখতে। রাজীবকে বলেছিলাম—সতর্ক হোন। না হলে আগুন জ্বলবে সারা দেশে, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধবে। কিন্তু তিনি বা তাঁর দল কিছুই করেনি। ফলে বিহারে, ইউ পি তে দাঙ্গা বেধেছে। ধর্ম মানে এটা নয় যে অপর ধর্মের উপর আঘাত হানতে হবে। কাটরা মসজিদ নিয়ে লিগ গোলমাল বাধালো। আমরা সতর্ক ছিলাম তাই বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তবু বহু লোকের প্রাণ গেল। মৌলবাদীরা বিভ্রান্তি তৈরী করছেন। সাধুরা আর এস এস ও বি জে পির সমর্থনে বিতর্কিত স্থানে শিলা-ন্যাস করলেন। 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য' আমাদের আদর্শ। কিন্তু রাজীব গান্ধী মৌলবাদের কাছে বারবার নতি স্বীকার করছেন। রাজীব সরকার মিজোরামে খৃষ্টানদের কাছে, মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠদের কাছে মুসলিম তোষণ নীতি ও হিন্দুদের কাছে হিন্দু তোষণ নীতি প্রয়োগ করে সন্তুষ্ট করতে চান। তারা বলেন কংগ্রেস গেলে দেশ বিপন্ন হবে। কিন্তু আমরা বলি কংগ্রেস দেশের ও জনগণের শত্রু, তাদের না সরাতে পারলে দেশের ক্ষতি। ৮৪ সালে ইন্দিরা হত্যার হাওয়াতেও জয়নাল জিতলেন, এজন্য আমি জঙ্গিপুরবাসীকে অভিনন্দন জানাই। বর্ত্তমান নির্বাচন রাজনৈতিক সংগ্রাম। কংগ্রেসের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষিয়ে দিয়েছেন। এই সরকারকে উচ্ছেদ করতেই হবে। ১২—১০ মিনিটে বক্তব্য শেষ করে তিনি কপ্টার যোগে বহরমপুর যাত্রা করেন। জনসভায় শ্রোতা ও দর্শকের সমাবেশ ছিল প্রায় হাজার ১৫ শত।

থমথমে আবহাওয়া

(১ম পাতার পর)

তার উপর ৪২ বছরে স্বাধীনোত্তর যুগে এই প্রথম জাতপাত ভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িকতা ভোটের বাজারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদ বর্তমানে যথেষ্ট সক্রিয় বলে মনে হচ্ছে এবং তার তাপ জনজীবনকে উত্তপ্ত ও চিন্তিত করে তুলেছে। গ্রামে ঘুরতে গিয়ে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে হিন্দু বা মুসলিম কোন ভোটারই মুখ খুলতে রাজী নয়। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া যতই গোলমেলে হয়ে উঠুক না কেন, বামফ্রন্টের ১৪/১৫ বছরের শাসনে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই রাজনীতি সচেতন হয়েছেন। এবং ভোট দানের ক্ষেত্রে তাঁরা রীতিমত সজাগ। তার উপর পরপর কয়েক বার পঞ্চায়েত নির্বাচন প: বঙ্গে হয়ে যাওয়ায় সব নাগরিকই ভোট দানের গুরুত্ব বোঝেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ জানেন কোন পরিস্থিতিতে কোন দলকে বেছে নেওয়া উচিৎ। সে কারণেই এই রাজ্যে নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা কম এবং থাকলেও পূর্ব পূর্ব নির্বাচনে তাঁরা কোন ফ্যাক্টর বলেই গণ্য হয়নি। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্য-বেক্ষণে এই কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। যে চিত্র পরিষ্কার তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও বি জে পির মধ্যে। মুসলিম লীগ বা এস ইউ সি গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা অতিক্রম করতে পারবে বলে মনে হয় না। বামফ্রন্টের নির্বাচনী যন্ত্র এবং তাদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কথাবার্তায় ফ্রন্ট অনুগত এবং বামমতাদর্শে বিশ্বাসী হিন্দু মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ রাখেনি। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা দ্বিধাহীন অসাম্প্রদায়িক আচরণে সক্ষম হচ্ছেন না। কংগ্রেস নেতৃত্বের হিন্দু নেতারা বা মুসলিম নেতারা সুযোগ ও সুবিধামত তাঁদের বক্তব্য পরিবর্তন করছেন বলে প্রতিবেদকের মনে হয়েছে। বরং সেক্ষেত্রে বি জে পি তাঁদের কথাবার্তায় হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা, হিন্দুত্বের বাহক হবার বক্তব্যে অনেক পরিষ্কার। তাঁদের প্রচারে তাঁরা যেমন একদিকে মার্ক্সবাদীদের ধর্মদ্বেষী বলতে দ্বিধা করছেন না, তেমনি কংগ্রেস, মুসলিম তোষণ নীতি নিয়ে ৪২ বছর ধরে চলায় তাঁরাই যে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এ বক্তব্য দ্বিধাহীন ভাষায় প্রমাণ করে চলেছেন। সর্ব-ভারতীয় নির্বাচনী ইস্তাহারেও তাঁরা স্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেছেন—তাঁরা চান দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে ঠিকই কিন্তু তা বলে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁরা বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তাঁরা শাসনে আসতে পারলে সারা ভারতের ভারতীয় জাতিতত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে সবাইকে সম-মর্য্যাদা দিতে, কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা কাউকেও না দিতে স্থির প্রতিজ্ঞ। তবুও এ বারের নির্বাচনে হিন্দু মানসিকতার উদ্বো-ধন ঘটিয়ে তাঁরা হিন্দু ভোট টানার চেষ্টায় রত। বি জে পিকে সাহায্য করতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস তাঁদের নির্বাচনী যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছেন। তার ফলে দোদুল্যমান হিন্দু ভোটের সিংহভাগ এবার তাঁরাই পাবেন বলে মনে হয়। হিন্দু মুসলিম এই টেনশন যদি আরোও বৃদ্ধি পায় তবে বি জে পির ভোট সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়ে কংগ্রেসের সুবিধা করে দিতে পারে বলে ধারণা হচ্ছে। তবুও গ্রামে গঞ্জে ঘুরে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে ব্যবধান যত কম ভোটের হোক না কেন, বামফ্রন্টের জয়ের সম্ভাবনাই বেশী। অঘটন যদি কিছু ঘটে অর্থাৎ কংগ্রেস বা বি জে পি প্রার্থী যদি জয়ী হয় তাহলে তা হবে অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

গ্রাম্য দলাদলিতে হত ২ ১০টি বাড়ি ভস্মীভূত

সাগরদীঘি : গত ১৩ নভেম্বর এই থানার শীতলপাড়ায় দীর্ঘদিনের গ্রাম্য দলাদলির শিকার হন দু'জন। খবর, ঘটনার দিন ঐ গ্রামের সাত্তার সেখের উদ্দেশ্যে একদল লোক তাঁর বাড়ি চড়াও হয়। তাঁকে না পেয়ে সাত্তারের ভাই ও বৌদিকে তারা আক্রমণ করলে ঘটনাস্থলে তাঁদের মৃত্যু হয়। পরে তারা সাত্তারের দলের লোকদের ১০টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই গ্রামে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। সাত্তারের দলের লোকেরা বিপক্ষ দলের আলা সেখকে ১৯৮৭ তে খুন করে। তারই পাল্টা হিসাবে ১৮৮৯ সালে সাত্তারের বাবা খুন হন। পুলিশ এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সবাক সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি উৎসব

ফরাক্কা : গত ৬, ৭ ও ৮ নভেম্বর স্থানীয় সবাক সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হলো সাড়ম্বরে। পথ নাটিকা, আবৃত্তি, কোরাস গান, নৃত্যালেখ্য, গণসঙ্গীত ও একক সঙ্গীতের মাধ্যমে পালিত হয় এই বর্ষপূর্তি। অনুষ্ঠানে যোগদান করে হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, সবাক সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ঐক্যতান সংস্থা, ফরাক্কা এবং এন টি পি সির 'সংকেত' সাংস্কৃতিক সংস্থা। অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয় টেগোর সেণ্টারে, পোষ্ট অফিস মোড়ে ও ফরাক্কা রিক্রিয়েশন ক্লাবে।

প্রচার জোর কদমে

(৪র্থ পাতার পর)

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় বুঝছেন পাঁচ বছরে যে হারে জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তা অস্বাভাবিক। বর্তমানে অপদার্থ কংগ্রেস সরকারকে পদিচ্যুত করে বন্ধু সরকার তৈরীর যে সুযোগ এসেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। বিধায়ক আবুল হাসনাৎ বলেন—কংগ্রেসের ৫ বছরের শাসনে বেড়েছে বেকার সংখ্যা, নিরক্ষরতার সংখ্যা, এই ক'বছরেই কলকারখানা বন্ধের সংখ্যা সব থেকে বেশী। সেই সবের প্রতিকার করতে হলে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে হবে।

গত ১১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুরে এস ইউ সি আই এর এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন পুর কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী, এ্যাডভোকেট লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও প্রার্থী আব্দুস সঈদ। ঐ দিনেই বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট সুপার মার্কেটে সি পি আই এর ডাকে এক কর্মীসভায় জেলা নেতা দীপক বিশ্বাস ও পুর কমিশনার অশোক সাহা সি পি এম প্রার্থীর সমর্থনে সব প্রকার সাহায্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ধুলিয়ান থেকে সংবাদ পাওয়া যায়, এখানের নীচুতলার আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা সি পি এমের দাদাগিরি মেনে নিতে রাজী নয়। তাঁদের বক্তব্য, আমরা সি পি এমের হাতে মার খাব অথচ তাদের সমর্থনেই নির্বাচনে খাটবো—তা হতে পারে না। এই ধরনের দু'চারটে ক্ষোভের ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি বা সি পি আই সমস্ত দলই সি পি এম প্রার্থীর হয়ে প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ।

জমি বিক্রয়

১। ভদ্র পরিবেশে বসবাস করার উপযুক্ত রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের সংলগ্ন ১৮ কাঠা জায়গা একত্রে বা প্লট করিয়া বিক্রয় হইবে।

২। পিয়ারাপুর গ্রাম সংলগ্ন হাইরোড লাগা ব্যবসার উপযোগী ৬॥ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর

হোটেল সম্রাট

ধুলিয়ান ।। মুর্শিদাবাদ
(ফোন ৮৬)

রূপ মেডিক্যালের সামনে দোতলায় রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহার ও থাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শক্তি এমন—স্টীল যেমন

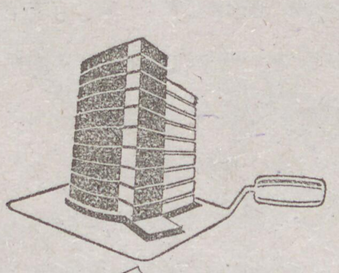

দুর্গাপুর সিমেন্ট

একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

DPS/DC-891

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন? বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।